ইউনিট ১১

সংস্কার আন্দোলন ও পুনর্জাগরণ

ভূমিকা

পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গ-ভারতের রাজনৈতিক ও সাধারণ জনজীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। এদেশের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই নেমে আসে অবক্ষয়। এসময় বাংলার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। তবে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, ইউরোপের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার আমদানি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, স্থানীয় শাসন প্রর্বতন ইত্যাদির ফলে আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। এসময় পাশ্চাত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত কতিপয় মনীষীর প্রচেষ্টায় বঙ্গ-ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুনর্জাগরণের ঢেউ জাগে। ভারতীয়দের মধ্যে নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ সৃষ্টিতে যারা অনন্য ভূমিকা পালন করেন, তন্মধ্যে রাজা রামমোহান রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

- পাঠ ১ : রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- পাঠ ২ : মুসলিম নবজাগরণ ও নওয়াব আবদুল লতিফ
- পাঠ ৩ : মুসলিম নবজাগরণ ও সৈয়দ আমীর আলী
- পাঠ ৪ : স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলন

পাঠ-১ : রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

☞ রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কারমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে পারবেন।

☞ শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

১.১ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/৭৪-১৮৩৩ খ্রি.)

রামমোহন রায়ের পরিচয়, শিক্ষা ও কর্ম জীবন

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বাংলা ও ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর জন্ম ১৭৭২ মন্বান্তরে ১৭৭৪ সালে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে। তাঁর পিতা রামকান্ত রায় একজন মোগল রাজকর্মচারী ছিলেন। রামমোহন রায় ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি প্রথমে ভারতের গতানুগতিক সনাতনী শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞান চর্চার সূত্র ধরে তিনি হিন্দি ও মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ভাষা যেমন- আরবি, ফারসি, সংস্কৃতি, গ্রিক, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। রামমোহন রায়ের কর্মজীবন শুরু হয় রংপুরের কালেক্টর দপ্তরের সেরেস্তাদার হিসেবে। পরে তিনি দেওয়ান পদে পনোন্নতি লাভ করেন। কালেক্টর অফিসে চাকরির সুবাদে রামমোহনের পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। অল্পকালের মধ্যেই তিনি একজন সমাজ সচেতন মুক্তবুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে বিদ্বৎ সমাজে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১৪ সালের মাঝামাঝি রামমোহন কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৩০ সালে খেতাব সর্বস্ব মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দেন এবং তাঁর পক্ষে ওকালতি করার জন্য ইংল্যান্ডে পাঠান। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমণ করেন।

১.২ রামমোহন রায়ের ধর্মীয় সংস্কার

রামমোহনের সমসাময়িক কালে বাংলার ধর্মীয় জীবন সংস্কারে পূর্ণ ছিল। সমাজে অশিক্ষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য ছিল প্রবল। এ অবস্থায় তিনি অনুভব করেন যে, এদেশের মানুষকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন । এজন্য তিনি 'তুহফাতুল মুয়াহিদ্দিন নামে' একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তীব্র ভাষায় হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজা, ধর্মভেদ প্রথার কঠোরতা এবং অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেন এবং এক ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলেন। ১৮১৫ সালে রামমোহন কলকাতায় 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই এ সভার সদস্য হন। এর সদস্যগণ তৎকালীন বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতেন। ১৮২৮ সালে রামমোহন 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত এটি ছিল হিন্দু ধর্মের একটি নতুন শাখা। 'ব্রাহ্ম সমাজ' ছিল একেশ্বরবাদী। বস্তুত রামমোহন ছিলেন একজন উদারবাদী ধর্ম সংস্কারক। সনাতন সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার লক্ষে তিনি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে নিজস্ব উদারবাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

১.৩ রামমোহনের সামাজিক সংস্কার

সমাজ সংস্কারক হিসেবে রামমোহন রায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজ জীবন হতে বর্ণ প্রথা, বাল্য-বিবাহ, বহু বিবাহ, সহমরণ ও সতীদাহের মতো কুসংস্কারগুলোকে উচ্ছেদকরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তিনি সম্পত্তির উপর নারীর সমান অধিকার দাবি করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টাকে সনাতনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা রামমোহনের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর তীব্র সমালোচনা শুরু করেন।

১.৪ শিক্ষা প্রসার

শিক্ষা প্রসারেও রামমোহন রায় বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। এদেশীয় লোকদের নিজ স্বার্থেই ইংরেজি শিক্ষা অর্জন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। তথাপি ১৮২৩ সালে তিনি প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। ১৮২২ সালে তিনি কলকাতায় 'এ্যাংলো-হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ইংরেজি ভাষা, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২৫ সালে তিনি বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, দর্শন ও বেদান্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

১.৫ রাজনৈতিক চিন্তাধারা
রামমোহন ব্রিটিশ রাজের অনুগত সমর্থক ছিলেন। তবে তিনি সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হননি। ১৮২৩ সালে ভারতীয় প্রেসের উপর সরকারি বিধি-নিষেধ আরোপের বিরোধিতা করেন এবং তিনি ও তাঁর কতিপয় বন্ধু মিলে প্রিভি কাউন্সিলে স্মারকলিপি পাঠিয়ে বলিষ্ঠভাবে এর প্রতিবাদ করেন। ১৮২৬ সালে ভারতীয় জুরি আইনের বৈষম্যমূলক কিছু ধারার বিরুদ্ধে এবং বাংলা-বিহার উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ বিরোধী রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানান। রামমোহনের উদ্যোগে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে জনগণের এসব প্রতিবাদের মধ্যেই জাতীয় চেতনাবোধের প্রাথমিক প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়।

১.৬ রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব
রামমোহন রায় তাঁর সংস্কারমূলক ও উদারবাদী ধ্যান-ধারণাসমূহ প্রচারের জন্য বাংলায় সংবাদ কৌমুদী ও ফারসি ভাষায়, ‘মিরাত-উল-আখবার’ নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তার সংস্কার আন্দোলনের ফলে প্রধানত শহর কেন্দ্রিক শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে তাদের বেরিয়ে আসার পথ তৈরি হয়। বাংলার হিন্দু সমাজে নবজাগরণের জোয়ার আসে।

১.৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)
পরিচিতি ও কর্মজীবন
বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মী বলে খ্যাত ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীর সিংহ গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি কলকাতায় যান এবং ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত সেখানকার সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, বেদান্ত, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও যুক্তিবিদ্যায় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৩৯ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয়। ১৮৫০ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং পরের বছর একই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮৫৫ সালে সরকার তাঁকে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ার বিশেষ স্কুল পরিদর্শকের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৮৮০ সালে তিনি CIE উপাধি লাভ করেন। ১৮৯১ সালের ২৫ জুলাই তিনি পরলোকগমণ করেন।

১.৮ শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা
বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এক্ষেত্রে বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তিনি তার ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন। যদিও তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষা চালু করেন। তিনি বাংলার মাধ্যমে সংস্কৃতকে আরও সহজ করার উপায় বের করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজকে সকল বর্ণ ও শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সরকারি ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহায়তায় বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর নিজ উদ্যোগ ও অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁর মহৎ কীর্তি কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। ১৮৬৪ সালে তিনি নিজ অর্থ ব্যয় এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১.৯ সামাজিক সংস্কার প্রয়াস
বিদ্যাসাগর ছিলেন মূলত একজন সমাজ সংস্কারক। উদার ও সংস্কারমনা বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে প্রচলিত, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সতীদাহ প্রথা সহ সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহতকারী অন্যান্য অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর আন্দোলনের স্বপক্ষে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ থেকে অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইনসম্মত করণে ১৮৫৬ সালে একটি আইন পাস করা হয়। ১৮৭২ সালে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রহিতকরণে ‘সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট’ প্রণয়নেও তাঁর প্রভূত অবদান রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

উনবিংশ শতাব্দীতে অধঃপতিত বাঙালির সমাজ জীবনে নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। তিনি কুসংস্কারের বেড়াজাল হতে বাংলার মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক জীবনকে মুক্ত করেন। তার প্রচেষ্টায় বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও জনহিতৈষী। বাংলার শিক্ষা ও সামাজিক নবজাগরণের ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা—
   ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
   গ. রাজ রামমোহন রায় ঘ. হেমচন্দ্র রায়

২. মিরাত-উল-আখবার একটি—
   ক. ধর্মগ্রন্থ খ. ফারসি ভাষার সংবাদপত্র
   গ. দর্শন গ্রন্থ ঘ. উপন্যাস

৩. ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করে—
   ক. ব্রিটিশ সরকার খ. কলকাতা সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ
   গ. মোগল সম্রাট ঘ. সাধারণ মানুষ

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় কলকাতায় _____ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিদ্যাসাগরের মহৎ কীর্তি কলকাতা _____ প্রতিষ্ঠা।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. ব্রিটিশ সরকার রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
২. বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন আইনসম্মত করা হয়।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কে রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধি দেন?
২. 'তুহফাতুল মুয়াহিদিন গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা করুন।
২. শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-২ : মুসলিম নবজাগরণ ও নওয়াব আবদুল লতিফ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

- ☞ নওয়াব আবদুল লতিফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

২.১ নওয়াব আবদুর লতিফের অভ্যুত্থান

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য এক চরম হতাশার কাল। এ সময় মুসলমানগণ একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর উপেক্ষা ও বৈরী আচরণের শিকার হয়, তেমনি তাঁরাও ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। তদুপরি মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উদাসীন থাকার ফলে তারা একদিকে যেমন চাকরিসহ সকল সরকারি সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে থাকে, অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে পড়ে। এরূপ অধঃপতিত অবস্থা ও দুর্দিনে যে সব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আসে নওয়াব আবদুল লতিফ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন মুসলমানদের জাগরণের অন্যতম স্থপতি।

২.২ পরিচয়, শিক্ষা ও কর্ম জীবন

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকীর মাহমদু। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি কিছুদিন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-এ্যারাবিক বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৪৯ সালে 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' পদে যোগ দেন এবং ১৮৭৭ সালে 'প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট' হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৮৮৪ সালে বিশেষ পেনশন সুবিধাসহ সরকারি চাকরি হতে অবসর নেন। স্ব-ধর্মীয়দের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, সরকারি প্রশাসনিক কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও দক্ষতা এবং জনহিতকর কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৬২ সালে তাঁকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হয়। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ গৌরবের অধিকারী। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য এবং মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার ১৮৭৭ সালে তাঁকে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নওয়াব', ১৮৮৩ সালে সি.আই.ই. এবং ১৮৮৭ সালে উচ্চতর সম্মানের প্রতীক 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে।

ছবি

২.৩ নীলকরদের হাত থেকে কৃষকদের মুক্তি

বাংলার কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়ন নওয়াব আবদুল লতিফের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে সেখানকার দরিদ্র চাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার তাকে মর্মাহত করে। তিনি এ বিষয়টি সরকারকে অবহিত করেন এবং সরকারের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। ১৮৬০ সালে সরকার কর্তৃক 'নীল কমিশন গঠনের পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল। এ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নীল চাষে কৃষকদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ফলে বাংলার কৃষকরা নীলকরদের অত্যাচারের হাত হতে রেহাই পায়।

২.৪ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্য সৃষ্টি

নওয়াব আবদুল লতিফ নিজে ইংরেজ অনুগত ছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্য সৃষ্টি প্রয়োজন বলে মনে করতেন। উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের জেহাদ আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি কারণে ইংরেজরা মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস করত। তারা মুসলমানদের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখে। নওয়াব আবদুল লতিফ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ অবস্থা চলতে থাকলে মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থায়

মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্য সৃষ্টি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলীর মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ ভারত 'দারুল হরব' নয়। সুতরাং মুসলমানদের উচিত ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব পরিহার করে তাদের সাথে সহযোগিতা করা। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব হ্রাস পায়। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

২.৫ ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে আবদুল লতিফের ভূমিকা

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিশেষ করে আধুনিক পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান অসামান্য। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, বাংলার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেননা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের অনীহা ও উদাসীনতা সর্বক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদপদতার মূল কারণ। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মন থেকে এ আত্মঘাতী কুসংস্কার দূর করার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির লক্ষে নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শিরোনামের এ রচনা প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের মধ্যে দারুন সাড়া জাগায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হতে রচনা পাঠানো হয়। আবদুল লতিফ শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কার প্রদান করেন।

নওয়াব আবদুল লতফি কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। তাঁর প্রচেষ্টায় মাদ্রাসায় ইংরেজি-ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। নওয়াব আবদুল লতিফের দাবি ও চেষ্টায় হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে এখানে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

২.৬ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' বা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে জনমত তৈরি এবং তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এ সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও তাদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করার ক্ষেত্রে এ সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে এর মাধ্যমে মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরে তা পূরণের চেষ্টা করা হতো।

২.৭ মুহসীন ফান্ডের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

শিক্ষা ব্রতী দানবীর হুগলীর হাজী মোঃ মুহসীন জনকল্যাণ এবং বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁর সকল সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। মুহসীনের দানকৃত অর্থে 'মুহসীন ফান্ড' গঠন করে এর দ্বারা হুগলীতে কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতন থাকায় দরিদ্র মুসলমান ছাত্ররা এখানে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। নওয়াব আবদুল লতিফের আন্তরিক চেষ্টার ফলে সরকার ১৮৭৩ সালে হুগলী কলেজকে সরকারি কলেজে পরিণত করে মুহসীন ফান্ডের টাকায় মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ আধুনিক শিক্ষার অনুরাগী হলেও মুসলমানদের সনাতন ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি। এজন্যই মুহসীন ফান্ডের টাকায় কলকাতা মাদ্রাসার উন্নয়ন এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। এভাবে তিনি দাতার উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে ভূমিকা রাখেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান অনন্য সাধারণ। তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সমিতির মাধ্যমে উনিশ শতকে মুসলমানদের ঘোর সংকটকালে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেন। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই নওয়াব আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মুসলিম সমাজ ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল পশ্চাদপদ। এরূপ শোচনীয় পরিস্থিতিতে দুর্দশা-কবলিত মুসলিম সমাজকে সহযোগিতা করতে যে সব মনীষী এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও তার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করার নীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনা ও জাগরণের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. নওয়াব আবদুল লতিফের জন্ম—

ক. ঢাকায় খ. বরিশালে
গ. ফরিদপুরে ঘ. ময়মনসিংহে

২. মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন—

ক. নওয়াব আবদুল লতিফ খ. সৈয়দ আমীর আলী
গ. হাজী শরিয়ত উল্লাহ ঘ. সৈয়দ আহমাদ খান

৩. মোহামডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়—

ক. ১৮৫৪ সালে খ. ১৮৫৮ সালে
গ. ১৮৬২ সালে ঘ. ১৮৬৩ সালে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৪৯ সালে _____ পদে যোগ দেন।
২. নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬২ সালে _____ পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. নওয়াব আবদুল লতিফ মুসলমানদের সনাতন ধর্মীয় শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন।
২. নওয়াব আবদুল লতিফ ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা কে?
২. হিন্দু কলেজের পরিবর্তিত নাম কি?

ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নওয়াব আবদুল লতিফের শিক্ষা ও কর্মজীবনের পরিচয় দিন।
২. মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে আবদুল লতীফের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ : মুসলিম নবজাগরণ ও সৈয়দ আমীর আলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি—

☞ সৈয়দ আমীর আলীর পরিচিতি ও কর্মজীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ মুসলিম নবজাগরণে সৈয়দ আমীর আলীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক খ্যাতিমান লেখক। ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত।

৩.১ পরিচিতি ও কর্মজীবন

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ সালে হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত শিয়া মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সাদাত আলী। বাল্যকাল থেকে আমীর আলী অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ এবং ১৮৬৮ সালে বি.এল.ডিগ্রি লাভ করেন। ইংল্যান্ডের ইনার-টেম্পল হতে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৭৩ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইনের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে টেগোর অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৮-৮৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য এবং ১৮৮৩-৮৫ সাল পর্যন্ত গভর্নরের আইন সভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯২৮ সালে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

ছবি

৩.২ রাজনৈতিক চিন্তাধারা

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক । বঙ্গ-ভারতের মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার পটভূমিতে তাদের জাগরণের জন্য নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ খানের মতো তিনিও মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে একই সাথে তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত না হলে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। তবে তিনি আন্দোলন বা বিপ্লবের পথে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন না। এ ব্যাপারে তিনি নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক পন্থায় দাবি আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

৩.৩ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠন

১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতায় ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। আমীর আলী ২৫ বছর এ সংগঠনের কর্মসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এ সংগঠনের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল—

১. মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার ও তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
২. মুসলমানদের নৈতিক উন্নতি সাধন।
৩. মুসলমানদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের নিকট পেশ করা এবং
৪. ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

৩.৪ এসোসিয়েশনের কার্যাবলি

শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য সৈয়দ আমীর আলী তাঁর এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ১৮৮১ সালে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মহসীন ফান্ডের টাকায় কলকাতায় একটি কলেজ ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবি করা হয়। ১৮৮২ সালে শিক্ষা সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন গঠিত হয়। আমীর আলী কমিশনের নিকট মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্র বেতনহ্রাস, মুসলিম এলাকায় মুসলিম শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ এবং আরবি-ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থার প্রস্তাব দেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষার দাবি জানান। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে আমীর আলী মুসলমানদের চাকরির বিশেষ ব্যবস্থা, বিচার বিভাগে মুসলমানদের নিয়োগ এবং বিহারের আদালতে উর্দু ভাষা প্রচলনের দাবি জানান।

৩.৫ ১৮৮৫ সালের প্রস্তাব

সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর এসোসিয়েশনের দাবি এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বড়লাট ডাফরিন ১৮৮৫ সালে একটি প্রস্তাব পাস করেন। এতে মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান, উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি এবং মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবি যথাসম্ভব প্রতিকারের কথা বলা হয়। এজন্য আমীর আলী এ প্রস্তাবকে 'মহাসনদ' বলে অভিহিত করেন। এ প্রস্তাবের ফলশ্রুতি কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজি চালু এবং কারিগরি ও মেডিক্যাল শিক্ষায় মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। আমীর আলীর চেষ্টায় মুসলমানদের জন্য করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.৬ মুসলিম রেঁনেসার অগ্রদূত

সৈয়দ আমীর ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত। ইসলামী ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের অধিকারী আমীর আলী ছিলেন একজন সুলেখক। তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে- (১) দি স্পিরিট অব ইসলাম এবং (২) এ সর্ট হিস্টরি অব দি স্যারাসিন। এ গ্রন্থ দুটি পণ্ডিত হিসেবে আমীর আলীকে অমরত্ব দান করেছে। আমীর আলী তাঁর লেখায় ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দান করেছেন। মুসলমানদের গৌরবময় অতীতের প্রতি বারংবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে মুসলিম সমাজকে আত্মসচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ চেষ্টায় হতাশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজে প্রাণের সঞ্চার ঘটে।

৩.৭ লন্ডন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ সালে ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমীর আলী ১৯০৮ সালে লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ সালে 'মর্লি-মিন্টোর সংস্কারের' প্রক্কালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার দারি জানান। ভারত সচিব মর্লির সাথে সাক্ষাত করে তিনি তাঁর দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। ১৯০৯ সালে সংস্কার আইনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি লাভ করে।

দুর্দশাগ্রস্ত বাংলার মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণে যেসব মনীষী অসামান্য অবদান রাখেন সৈয়দ আমীর আলী তাদের মধ্যে অন্যতম। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণেরও পক্ষপাতি ছিলেন। এজন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। তিনি সর্বোতভাবে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেন। তবে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম—
ক. ১৮৪৯ সালে হুগলীতে
খ. ১৮৪৯ সালে বিহারে
গ. ১৮৪৯ সালে কতকাতায়
ঘ. ১৮৫০ সালে হুগলীতে

২. মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন—
ক. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি
খ. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন
গ. মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স
ঘ. মুসলিম লীগ

৩. লন্ডন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়—
ক. ১৯০৬ সালে
খ. ১৯০৭ সালে
গ. ১৯০৮ সালে
ঘ. ১৯০৯ সালে

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. সৈয়দ আমীর আলী ____ ইনার টেম্পল হতে ____ পাস করেন।
২. আমীর আলী ____ সালে ____ মৃত্যুবরণ করেন।

গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার বিরোধী ছিলেন।
২. সৈয়দ আমীর আলী তাঁর রচনায় ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?
২. দি স্পীরিট অব ইসলাম গ্রন্থের লেখক কে?

ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সৈয়দ আমীর আলীর কর্মজীবনের বিবরণ দিন।
২. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের পরিচয় ও এর উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।
৩. শিক্ষাক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আলীর অবদান আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ : স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি ¾

☞ স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মজীবনের বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

☞ আলীগড় আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৪.১ সৈয়দ আহমদ খানের পরিচয় ও কর্মজীবন

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসকদের বৈরী আচরণে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। তারা চরম হতাশা ও দুর্দশার আবর্তে নিপতিত হয়। মুসলমানদের সেই দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে সৈয়দ আহমদ খানের আর্বিভাব। সৈয়দ আহমদ খানের জন্ম ১৮১৭ সালে দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে। শিক্ষা জীবন শেষে ১৮৩৭ সালে কোম্পানির একজন সেরেস্তাদার হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয় এবং পরে তিনি সাব জজ পদে উন্নীত হন। তিনি 'ইম্পারিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' 'হান্টার কমিশন' এবং 'ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের' সদস্য ছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ছবি

৪.২ মুসলমানদের প্রতি সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা

শুরু থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিদ্বেষমূলক মনোভাব ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর তা আরো বৃদ্ধি পায়। সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ইংরেজ সরকার মুসলমানদের এককভাবে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করে। ভারতীয় মুসলমানদের দুর্দশা সৈয়দ আহমদ খানকে ব্যথিত করে। এমতাবস্থায় সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি 'ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ' এবং 'ভারতের রাজভক্ত মুসলমান' নামক দুটি বই রচনা করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের জন্য মুসলমানরা দায়ী ছিল না। বরং বিদ্রোহকালে অধিকাংশ মুসলমান ইংরেজদের পক্ষে ছিল। তাঁর যৌক্তিক আলোচনায় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদ খান নিজে ইংরেজ অনুগত ছিলেন। তিনি ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তাদেরকেও ইংরেজ অনুগত হওয়ার এবং তাদের সহযোগিতা করার উপদেশ দেন।

৪.৩ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার

সৈয়দ আহমদ খান উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ছাড়াও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ভারতীয় মুসলমানদের দুদর্শা ও শোচনীয় অবস্থার অন্যতম কারণ। এমতাবস্থায় তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রসারে উদ্যোগী হন। ১৮৬৪ সালে তিনি গাজীপুরে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা যেন সহজেই পাঠ করতে পারে এজন্য তিনি ইংরেজিতে রচিত বহু মূল্যবান বই উর্দুতে অনুবাদ ও বিতরণের

ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি একটি বিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ আহমদ খান ইংল্যান্ডে যান এবং ১৮৭০ সালে দেশে ফিরে এসে 'তাহযিবুল আখলাক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহারের উন্নতি এবং তাদের মধ্যকার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেন। সৈয়দ আহমদ খান 'ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে অন্য একটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেন।

৪.৪ আলীগড় আন্দোলন

১৮৭৫ সালে সৈয়দ আহমদ খান আলীগড়ে 'মোহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ সালে এটি কলেজে উন্নীত হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার পর আলীগড় ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সৈয়দ আহমদ খান এ আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুসলমানদের পুনরুদ্ধার ও তাদের পুনর্জাগরণের জন্য একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। ইতিহাসে এটিই 'আলীগড় আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ। এ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করে। পরবর্তীকালে আলীগড় কলেজ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল।

৪.৫ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

সৈয়দ আহমদ খান নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলেন। তিনি মনে করতেন ধর্ম মানব সমাজের অগ্রগতীতে সাহায্য করে। তিনি সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী চিন্তা ও আধুনিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য তিনি কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন।

৪.৬ রাজনৈতিক চিন্তাধারা

সৈয়দ আহমদ খান প্রথমে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু কতিপয় ঘটনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মুসলমানদের এতে যোগদানে নিষেধ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্রেট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন' নামে একটি কংগ্রেস বিরোধী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় ভারতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের বিস্তার এবং বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তিনি আলীগড়ে 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

সার-সংক্ষেপ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় মুসলমানদের চরম সংকট কালে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আর্বিভাব। তিনি ছিলেন চরম হতাশা ও দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম ত্রাণকর্তা, পুনর্জাগরণের দিশারী। তিনি পশ্চাদপদ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে আলোর পথের সন্ধান দেন, তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। তার আলীগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজে আত্মবিশ্বাস ও নবচেতনার জন্ম দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. সৈয়দ আহমদ খানের জন্ম—
   - ক. কলকাতায়
   - খ. বোম্বে
   - গ. দিল্লিতে
   - ঘ. বেনারসে

২. ‘ভারতের রাজভক্ত মুসলমান’ বইটির লেখক—
   - ক. সৈয়দ আমীর আলী
   - খ. উইলিয়াম হান্টার
   - গ. স্যার আবদুর রহিম
   - ঘ. স্যার সৈয়দ আহমদ খান

৩. ‘তাহযীবুল আখলাক’ হচ্ছে—
   - ক. দর্শন গ্রন্থ
   - খ. সংবাদপত্র
   - গ. ধর্মীয় গ্রন্থ
   - ঘ. সাহিত্য গ্রন্থ

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৮৩৭ সালে কোম্পানির _____ হিসেবে সৈয়দ আহমদ খানের কর্মজীবন শুরু হয়।

২. সৈয়দ আহমদ খান ____ ‘মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন।

গ. সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন

১. সৈয়দ আহমদ খান নিজে ছিলেন ইংরেজ বিরোধী এবং মুসলমানদেরও ইংরেজ বিরোধীতার জন্য উপদেশ দেন।

২. ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন ছিল একটি কংগ্রেস বিরোধী সমিতি।

ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সৈয়দ আহমদ খানকে কি উপাধি দিয়েছিল?

২. আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তার নাম কি?

ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলীগড় আন্দোলনের পরিচয় দিন।

২. মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে সৈয়দ আহমদ খানের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১১

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. রাজা রামমোহন রায় কে ছিলেন? বাংলার নবজাগরণে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করুন।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিচয় দিন। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তাঁর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

৩. বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নওয়াব আবদুল লতিফের বিভিন্ন পদক্ষেপ আলোচনা করুন।

৪. বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক অগ্রগতি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য আমীর আলীর অবদান আলোচনা করুন।

৫. আলীগড় আন্দোলনের পরিচয় দিন। ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতির জন্য সৈয়দ আহমদ খানের অবদান মূল্যায়ন করুন।